জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত
সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০২	০১	০১	০০	০০	০২	১ বছর (৩৩.৩৩%) ১ বছর (৮৬%)	০১	২০৪.৭৮ (১০%)

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**
সমাপ্ত প্রকল্প ০২টির মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ০১ টি প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**
কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা এবং ক্রয়প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

	সমস্যা		সুপারিশ
১	সকল ভবনে যথাযথ তদারকির অভাবে সমুদয় এসি স্থাপনের অব্যবস্থাপনার জন্য ভবনের সৌন্দর্যহানিসহ সিভিল কাজের ত্রুটি দৃশ্যমান হয়েছে। এটি নিরাপত্তার দিক থেকেও ঝুঁকিপূর্ণ।	১	সমুদয় এসি স্থাপনের অব্যবস্থাপনাজনিত ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করে ভবনসমূহের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে হবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
২	প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুম এবং অফিস ব্লকের কক্ষগুলিতে দৃশ্যমান ফাটল সৃষ্টি হয়েছে।	২	প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুম এবং অফিস ব্লকের কক্ষগুলিতে দৃশ্যমান ফাটল দ্রুত মেরামত করতে হবে।
৩	ই-ফাইল ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যবহার না হওয়ায় এ প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না।	৩	ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনারের অফিসের সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ই-ফাইল ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করা যেতে পারে।
৪	মাঠ পর্যায়ে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং না হওয়ায় স্থাপিত সফটওয়্যারের ব্যবহারও সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না।	৪	মাঠ পর্যায়ে আইসিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য ডিসি ও বিভাগীয় কমিশন অফিসের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা যেতে পারে।
৫	কইকার সাথে চুক্তি পর্যায়ে অস্পষ্টতা থাকায় প্রোগ্রামের সোর্স কোড ব্যবহার করতে না পারায় মন্ত্রণালয়ের বর্তমান চাহিদা পূরণে সফটওয়্যার কাষ্টমাইজ করা সমস্যা হচ্ছে।	৫	কইকার সাথে প্রোগ্রামের সোর্স কোড ব্যবহার করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

"কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ"

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৩ খ্রিঃ)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বিয়াম ফাউন্ডেশন ।

৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ ঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ কক্সবাজার।

৫.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্র.সাহায্য	১ম সংশোধিত মোট টাকা প্র.সাহায্য	মোট টাকা প্র.সাহায্য	মূল	১ম সংশোধিত			
২০৪৭.৭৫ ২০৪৭.৭৫ -	২২৫২.৫৩ ২২৫২.৫৩ -	২০২৪.০২ ২০২৪.০২ -	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১২	জুলাই,২০০৯ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৩	২০৪.৭৮ (১০%)	১ বছর (৩৩.৩৩%)

৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৬.১ পটভূমি ঃ

বিসিএস প্রশাসনসহ সরকারের সকল ক্যাডারের অফিসারদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নতিকল্পে দেশের উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নের জন্য ১৯৯২-২০০২ মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার এসোসিয়েশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকার ইস্কাটনে বিয়াম ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আত্ম-কর্মসংস্থান এবং দেশ-বিদেশে একবিংশ শতাব্দির চাহিদার নিরিখে যোগ্য কর্মী গড়ে তোলার এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের আদলে বগুড়া ও কক্সবাজারে দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রটি জুলাই, ২০০৪ হতে জুন,২০০৮ মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে। কক্সবাজারে ২য় আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত 'কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে গ্রহণ করা হয় । উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

৬.২ উদ্দেশ্য ঃ

১। বিসিএস প্রশাসনসহ সরকারের সকল ক্যাডারের অফিসারদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নতিকল্পে দেশের উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন, এ বিষয়ে সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থাকে পরামর্শ সেবা প্রদান, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, মানব সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ-সুবিধা বিকেন্দ্রীকরণ;

২। দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নিয়োজিত সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের মানোন্নয়নে ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৩। দেশের বৃহৎ স্বার্থে সরকারের নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, নাগরিক সচেতনতা এবং দেশপ্রেম জাগ্রত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং

৪। কর্মী ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ

"কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অনুদানে ২০৪৭.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২০ মে, ২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কিছু অংগের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধিসহ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৫২.৫৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ একবছর অর্থাৎ জুলাই, ২০০৯ হতে জুন ২০১৩ করা হয়।

৮.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুর	শেষ
১	শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম	০৮.০৩.২০১০	২৯.০৪.২০১৩
২	আবুল কাসেম মোঃ বোরহানউদ্দীন	২৯.০৪.২০১৩	৩০.০৬.২০১৩

৯.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম** ঃ

ঢাকাস্থ বিয়াম প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ অর্থাৎ একটি কিচেন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ এবং বিদ্যমান সাব-স্টেশন ও জেনারেটর প্রতিস্থাপন করা হয়।

অন্যদিকে কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত ৬টি ভবন (ট্রেনিং সেন্টার, হোস্টেল বিল্ডিং, কর্মকর্তা কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার মাল্টিপারপাস হল ও সাব-স্টেশন ভবন) নির্মাণ, এক্সটার্নাল সিভিল (বাউন্ডারি ওয়াল, রাস্তা ও সাইট ডেভেলপমেন্ট) ও ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস, কিচেন নির্মান, ১টি মাইক্রোবাস ক্রয়, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন ও বৈদ্যুতিক জেনারেটর স্থাপন ইত্যাদি অন্যতম কাজ।

১০.০ **অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি** ঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল ঃ

(In lakh Taka)

Items of work (as per PP)	**Unit**	**Target/Allocation (as per RDPP)**		**Actual Progress**		**Reasons for deviation (±)**
		Financial	**Physical (Quantity)**	**Financial**	**Physical (Quantity)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Revenue Expenditure						
a) Salary of Officers		29.48	2	19.16	2	
b) Salary of Staffs		22.27	13	8.66	13	
c) Allowances		27.00	15	19.14	15	
d) Supplies & Services	LS	104.29		65.07		
e) Repair & Maintenance	LS	10.40		2.96		
f) Miscellenious Revenue Expenditure	LS	14.00		00		
Total of Revenue Expenditure		**207.44**		**114.99 (55.43%)**		
Capital Expenditure						
Replacement of 750 KVA Sub-Station (Dhaka)	Set	86.00	01	83.90	01	
Replacement of 500	Set	83.00	01	81.50	01	

KVA Generator (Dhaka)						
Computer and Accessories	Each	47.30	108	40.01	108	
Electric Equipments	Each	281.56	34	239.48	34	
Camera	Each	0.50	2	1.20	2	
Office Equipments	Each	4.00	2	5.36	2	
Construction of Office Building	Sqm	213.36	1220 sqm	1263.60	1220 sqm	For the convenience of the work Tender and Agreement was done in a mixed basis. It is not possible to separate the expenditure in Office building, Residential building & others
Construction of Residential Building	Sqm	683.40	3260 sqm		3260 sqm	
Other Building & Infrastructure	Sqm	380.65	655 sqm		655 sqm	
Deep Tube-well	Each	24.00	01	23.56	01	
Furnitures	Each	106.76	1722	84.75	1910	Bed Sheet 66, Towel 90, Pilow with cover 16 nos extra taken
Air Conditioners	Each	67.05	77	62.31	77	
Microbus	Each	23.35	1	23.35	1	
Total of Capital Expenditure		**2000.93**		**1909.02 (95.40%)**		
Price Contigency 1%		22.08		-		
Phyisical Contigency 1%		22.08		-		
Total Expenditure of the Project		**2252.53**		**2024.01*** **(89.85%)**		

* ১ম হতে ৩য় অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ব্যয় ৯০৩.২০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত অবশিষ্ট (২২৫২.৫৩-৯০৩.২০)= ১৩৪৯.৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪র্থ অর্থ বছরে ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়। ৯৯.৩৩ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়নি। প্রকল্পের শেষ অর্থাৎ ৪র্থ অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয় হয় ১১২০.৮১ লক্ষ টাকা। প্রকল্প অফিস থেকে অব্যয়িত অবশিষ্ট ১২৯.১৯ লক্ষ টাকা বিধিমাফিক সমর্পন করা হয়েছে।

১১.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণ ঃ

পরিদর্শন ও প্রকল্প অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, কক্সবাজারে গ্যাস না থাকায় এ খাতে কোন ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন ঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
১। বিসিএস প্রশাসনসহ সরকারের সকল ক্যাডারের অফিসারদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নতিকল্পে দেশের উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন ২। উন্নয়ন প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং আইসিটি সুবিধা বিকেন্দ্রীকরণ করা । ৩। সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থাকে পরামর্শ সেবা প্রদান ৪। উন্নয়ন প্রশাসন, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগীতায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনার বিকাশ সাধন। ৫। দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নিয়োজিত সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের মানোন্নয়নে ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;	অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। শীঘ্রই এ অবকাঠামো ব্যবহার করে কাঙ্খিত সুযোগ সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলে লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

১৩.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

এ বিভাগের **উপ**-পরিচালক কর্তৃক গত ০৬.১১.২০১৪ তারিখে প্রকল্পের ঢাকা অংশ অর্থাৎ বিয়াম প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া, ইতোপূর্বে বিগত ২৬তারিখে ২০১৪.০৯. কক্সবাজার অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধান কার্যালয়ে বিয়াম ফাউন্ডেশনের ডিজি মহোদয়েরে সাথে সাক্ষাত করা হয়। নিম্নে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের বিবরণ দেওয়া হল।

১৪.১ ঢাকাস্থ বিয়াম প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণঃ

সরকারের হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিয়াম প্রধান কার্যালের বিদ্যমান সীমান প্রাচীর ও অস্থায়ী টিন শেডের কিচেন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে তা নতুন করে করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিয়াম প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৩০০ রাঃমিঃ দীর্ঘ সীমানা প্রাচীর ও ১৪০ বর্গমিটার কিচেন নির্মাণসহ বিদ্যমান ৩১৫ কেভিএ এর স্থলে ৭৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও বিদ্যমান ২৩০ কেভিএ এর স্থলে ৫০০ কেভিএ জেনারেটর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বাউন্ডারি ওয়ালের ৩০০ রাঃমিঃ এর বেশীরভাগ অংশ ৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট আরসিসি পিলার ও গ্রেডবীমসহ ব্রিক ওয়াল এবং এর উপর ৩ ফুট উচ্চতার গ্রীল স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ১৫০ ফুট অংশে ১০ ফুট উচ্চতার ব্রিক ওয়াল এবং এর উপর ২.৫ ফুট উচ্চতার বার্বেড ওয়ার স্থাপন করা হয়ছে। একতলার কিচেনটির উপরে ছাদ দেওয়া হয়েছে। ভিতরে ফ্লোর মোজাইক করা হয়েছে। বাউন্ডারি ওয়াল ও কিচেনের বাইরের অংশ প্লাষ্টার ও বন্ড টাইলস দেওয়া হয়েছে।

১৪.২ কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনঃ

মূল প্রকল্প অংশ কক্সবাজারে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ অংশের জমির পরিমান প্রায় ৫ একর। এর মধ্যে প্রায় ১ একর সমপরিমান জমির উপর বিয়াম স্কুল ও খেলার মাঠ রয়েছে। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বেই স্কুলের অস্থায়ী ভবন এবং প্রায় ২০০০ রাঃফুঃ ৬ ইঞ্চি উচ্চতায় আরসিসি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ওয়ালের কতিপয় অংশের সংস্কারসহ প্রায় ১৫৫০ রাঃ ফুঃ এর উপর ৩ফুট উচ্চতায় বার্বেড ওয়ার এবং অবশিষ্ট ৪৫০ রাঃফুঃ (প্রধান ফটক বরাবর অংশে) ডেকোরেটিভ গ্রীল দেওয়া হয়েছে। তবে, পুরো প্রকল্প এলাকায় মাটি ভরাটের কারণে বর্তমানে এই বাউন্ডারি ওয়ালের উচ্চতা ৬ফুটের মত। প্রকল্প এলাকার মধ্যে পশ্চিম-উত্তর কোনায় প্রায় ৫০-৬০ ফুট ওয়ালের প্লাস্টার ও এর উপর বার্বেড ওয়ার দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ অংশ সংলগ্ন বাংলাদেশ সরকারের একজন সাবেক সচিব মহোদয়ের জমি এবং তার উপর কাঁচা বাড়ী রয়েছে। তাঁর আপত্তি থাকায় এ অংশের সংস্কার করা যায়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। দেওয়ালের অংশটুকু প্রকল্প এলাকার অংশ হওয়া সত্বেও প্রাচীর নির্মাণের জটিলতা উদ্ভুত হওয়ার কারণ বোধগোম্য হয়নি। তবে গেইট হাউস ও মেইন গেইট প্রকল্পের আওতায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ১। প্রকল্পের কক্সবাজার অংশের নির্মাণ কাজের পূর্বের দৃশ্য। *সৌজন্যে- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ।*

চিত্রঃ ২। নবনির্মিত কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র।

১৪.২.১ মাল্টিপারপাস হল নির্মাণঃ

৮৫ ফুট বাই ৫৩ ফুট আয়তনের একতলা বিশিষ্ট একটি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে ৩২০ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজনীয় ফার্ণিচার সরবরাহ করা হয়েছে। সাউন্ড ইক্যুপমেন্টও সরবরাহ করা হয়েছে, যা একটি রুমে রক্ষিত রয়েছে। তবে হলটিতে সাউন্ড একুইস্টিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলস সিলিং স্থাপনা সঠিকভাবে না হওয়ায় দু'একটি স্থানে তা খুলে পড়েছে। ইলেক্ট্রিক ফিটিংস ভাল হয়নি। এই হলের দু'একটি লাইট সেড ইতোমধ্যে অকেজো হয়ে পড়েছে। হলের স্টেজের উপরের সিলিং এর প্লাস্টারও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে নষ্ট হচ্ছে। হলের বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ছাদের উপর টালি (ভি-শেপ) লাগানো হয়েছে। তবে এই টালির ছাদ থেকে পানি গড়ে পড়ে হলের পোর্চের উপরে সমতল ছাদে জমা হয়। ফলে পোর্চের অংশের প্লাস্টার শেওলা জমে নষ্ট হচ্ছে।

১৪.২.২ কর্মকর্তা ও স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণঃ

দোতলা বিশিষ্ট একটি কর্মকর্তা ও একটি স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি কোয়ার্টারের নীচতলা ও দোতলা মিলে ৮টি করে স্যুট (এটাচ্ড বাথরুমসহ ২টি লিভিং রুম) নির্মাণ করা হয়েছে। টিভিসহ প্রয়োজনীয় ফার্ণিচার সরবরাহ করা হলেও কাপড় চোপড় রাখার জন্য কোন ওয়ার্ড্রব বা আলমিরা নেই। স্টাফ এবং কর্মকর্তা কোয়ার্টার (ডরমিটরী ভবন) এর বারান্দা সংলগ্ন রুমগুলির দরজার নীচে উঁচু বিটি বা প্রতিরোধক না থাকায় বৃষ্টি হলে সহজেই পানি ঘরের মধ্যে চলে যায়। এছাড়া এই টানা বারান্দার স্লোপ ঠিকমত না হওয়ায় বৃষ্টির পানি নিস্কাশন পাইপ দিয়ে বের হতে বিঘ্ন হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় বারান্দায় পানি জমে থাকতে দেখা যায়। পাইপগুলি পিভিসি এর পরিবর্তে জিআই হলে টেকসই হতো। এছাড়া পানি নিস্কাষন পাইপের সংখ্যাও অপ্রতুল। এই ভবন দুটিতে পোর্চের উপরের নিস্কাশন পাইপ ভবনে ঢোকার মুখে অর্থাৎ সামনে লাগানো হয়ছে। ফলে এ অংশের নিস্কাশিত পানি ভবনে প্রবেশকারীদের গায়ে পড়বে। এ পাইপ পোর্চের দু পাশে লাগানো যেতো। এছাড়া এ ভবনের টয়লেট ফিটিংস নিম্নমানের লাগানো হয়েছে। অধিকাংশ রুমের কমোডের ফ্লাশ ঠিকমত কাজ করে না মর্মে দেখা যায়। দরজার ফিটিংস এবং দরজার রিম লকগুলি বেশ কিছু নষ্ট দেখা গেল। ইলেক্ট্রিক ফিটিংসও মান সম্মত হয়নি। বারান্দার দু'একটি স্থানে সুইস বোর্ড ভাংগা অবস্থায় দেখা গেল। এসির কানেকশন এবং ড্রেনেজ পাইপ গুলি সবই প্লাস্টারের উপর দিয়ে যেন-তেনভাবে করা হয়েছে। এতে ভবনের সৌন্দর্যহানিরও কারণ হয়েছে। জানা যায়, ভবনের সমুদয় কাজ শেষ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দেরিতে এসি স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়ায় এ ধরণের জটিলতা তৈরী হয়েছে। এ ভবনের ছাদগুলিতে জলছাদ তৈরী করা হয়েছে যা সমতল হয়নি। ফলে বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের জন্য চার কোণায় চারটি নিস্কাশন পাইপ যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়নি। দোতলা থেকে ছাদে ওঠার স্টেয়ার ফ্লাইট ল্যান্ডিং অংশ এত ছোটভাবে করা হয়েছে যাতে করে একজনের যাতায়াতই অসুবিধাজনক। এর সাথে পিছনের দেওয়ালে একটি উচু বীম থাকায় পরিসরটি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে পড়েছে। কর্মকর্তা ও স্টাফ কোয়ার্টারের সামনের পোর্চের পিলারের ফিনিশিং কাজ শেষ করা হয়নি। স্টাফ কোয়ার্টারের নিচ তলায় গেইটের

কাছাকাছি প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি র‍্যাম নির্মাণ করা হলেও তা অপ্রশস্ত ও তার প্রবেশপথ রাখা হয়নি। বারান্দায় স্থাপিত এসএস পাইপে মরিচা পড়েছে।

চিত্রঃ ৩) কর্মকর্তা ও স্টাফ কোয়ার্টারে অসম্পন্ন ফিনিশিং কাজ।

চিত্রঃ ৪) স্টাফ কোয়ার্টারে প্রবেশপথ বিহীন অপ্রশস্ত র‍্যাম ।

১৪.২.৩ প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণঃ

দোতলা বিশিষ্ট একটি প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ভবনের উপরের তলায় ৪টি কক্ষ নির্মান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২টি ক্লাশরুম, ১টি কম্পিউটার ল্যাব এবং ১টি কনফারেন্স রুম। কম্পিউটার রুমে ৪০টি কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় ফার্ণিচার সেট করা রয়েছে। রুমগুলি নির্মাণের পর অনেকদিন বন্ধ থাকায় দেওয়ালের প্লাস্টার নষ্ট হয়ে পড়েছে। বারান্দায় পানি নিস্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ অনেকগুলি ভেংগে গেছে। প্রশিক্ষণ ভবনের পূর্বদিকে পুরুষদের জন্য ৩টি এবং মহিলাদের জন্য ২টি কমন বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে। বাথরুমের দুটি দেওয়ালের উভয় পাশে দুটি ফাটল দেখা গেছে। এগুলি দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এই ভবনের নিচে ১০০ ফুট বাই ২০ ফুট আয়তনের ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এখানে ১০টি গাড়ীর পার্কিং লট হিসাবে ব্যবহার করা হবে বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান। অবশ্য মাল্টিপারপাস হলের বাইরেও ওপেন স্পেশ রাখা হয়েছে যেখানে অতিথিদের গাড়ী রাখা যেতে পারে।

চিত্রঃ ৫) প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুমের দেওয়ালের ফাঁটল।

প্রশিক্ষণ ভবনের পূর্বদিকে দোতলায় ৪০ফুট বাই ৬৫ফুট আয়তনের ৮০ জনের ধারণক্ষমতার কিচেনসহ একটি ডাইনিং রুম নির্মাণ করা হয়েছে। ডাইনিং রুমের এসি লাগানোর জন্য দেওয়াল ভেংগে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ভংগা অংশ মেরামত করা হয়নি। এখানেও এসি কানেকশন কেবলগুলি ওপেন রাখা হয়েছে। ডাইনিং এর নীচে নীচতলায় ৪টি রুম রয়েছে। এগুলি মূলত ৩টি ড্রাইভারদের এবং অপরটি স্টাফ রুম হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এদের জন্য ২টি বাথ ও ১টি ওয়াশরুম তৈরী করা হয়েছে।

চিত্রঃ ৬) ডাইনিং হলের বাইরের দেওয়াল।

১৪.২.৪ হোস্টেল ভবন নির্মাণঃ

প্রশিক্ষণ ভবন ও কর্মকর্তাদের জন্য কোয়ার্টারর মাঝে দোতলা বিশিষ্ট একটি হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে নীচে ৪টি এবং উপরে ২টি সিংগেল রুম এবং নীচে ১৪টি ও উপরে ১৬টি ডাবল রুম(এটাচ্ড বাথরুমসহ) নির্মান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সকল ভবনের সকল কক্ষে **KLIMAIR** এসি লাগানো হয়েছে। এখানেও কাপড় চোপড় রাখার জন্য আলমিরা বা ওয়ার্ড্রব সরবরাহ করা হয়নি। অন্যান্য ভবনের ন্যায় দেওয়ালে লবনাক্ততা পরিহার ও বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ ভবনের বাইরের দেওয়ালে সিরামিক ব্রিক স্থাপন (পেস্ট) করা হয়েছে। তবে এই সৌন্দর্য বহুলাংশে খর্ব হয়েছে এসি সংযোগের অব্যবস্থাপনার কারণে।

চিত্রঃ ৭) এসির সংযোগ। হোস্টেল ভবনের বাইরের দেওয়াল।

১৪.২.৫ অফিস ব্লক নির্মাণঃ

হোস্টেল ভবন ও প্রশিক্ষণ ভবনের মাঝে ২য় তলায় অফিস ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস ব্লকে ৪টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে ২টি এটাচ্ড এবং একটি কমন বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে একটি রুমের দেওয়ালে ফাটল এবং এসি লাগানোর কারণে দেওয়াল ভাংগা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। এখানেও এসি সংযোগের কাজ করা হয়েছে পুরো বিল্ডিং এর সিভিল এর কাজ শেষ হওয়ার পর। ফলে সংযোগগুলি কনসিল করা হয়নি। ওপেন রাখা হয়েছে।

চিত্রঃ ৮) এসির ড্রেনেজ পাইপ। অফিস ব্লক।

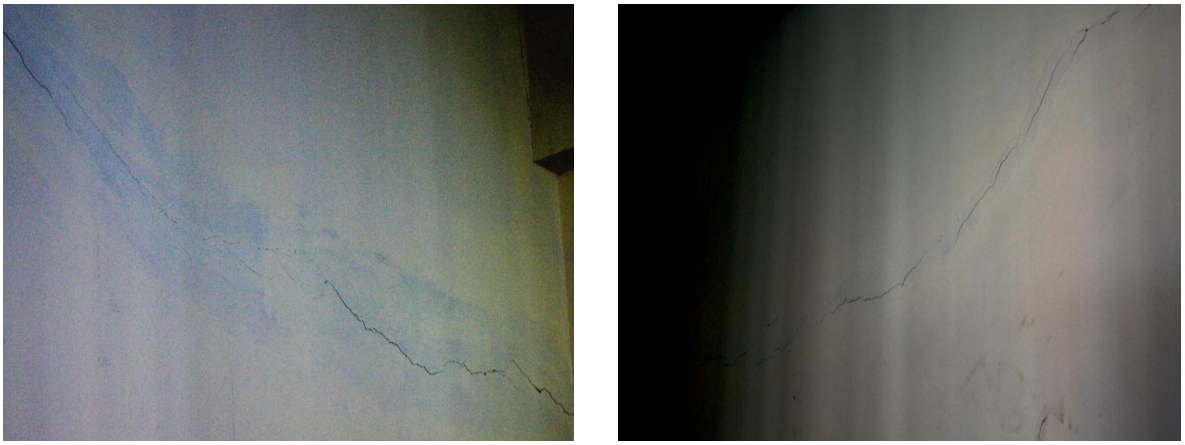

চিত্রঃ ৯) অফিস ব্লকের কক্ষের দেওয়ালের ফাঁটল।

এখানে উল্লেখ্য, হোস্টেল ভবনের নীচতলা ফাঁকা রেখে ২য় তলায় কক্ষ নির্মাণের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত থাকলেও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষে কর্তৃক সমতল থেকে সর্বোচ্চ ২৭ ফুট উচ্চতার বেশী স্থাপনা না করার নির্দেশনা থাকায় পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধন করে হোস্টেল ভবন নীচতলায় ১৮টি কক্ষ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়। ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রে প্রকল্প এলাকাকে সমান তিনভাগে ভাগ করে তার পশ্চিম দিকে হতে ১ম অংশের (সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন) উচ্চতা প্রদানের কোন সুযোগ নাই, ২য় অংশে ভূ-পৃষ্ঠ হতে ১৫ ফুট এবং শেষ অংশে(পূর্বাংশে) ভূ-পৃষ্ঠ হতে ২৭ ফুট উচ্চতার অনাপত্তি দেওয়া হয়। প্রথম অংশে (শূণ্য উচ্চতা) ভবিষ্যতে খেলার মাঠ, সুইমিংপুল, লন টেনিস, বাস্কেট বল গ্রাউন্ড ইত্যাদি নির্মাণের সুযোগ রাখা হয়েছে। মাল্টিপারপাস হল ও বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন ১৫ ফুট উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়া কক্সবাজার কেন্দ্রের জন্য ৫০০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মান এ ৫০০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান ফটক থেকে মূল ভবন পর্যন্ত ৫৬০ ফুট লম্বা রাস্তার মাঝের আইল্যান্ডে স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। আইল্যান্ডের মাঝে ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। ল্যাম্পপোস্ট এর গোড়ায় একটি করে ইলেক্ট্রিক সার্টিক ব্রেকার বসানো আছে। বৃষ্টির পানিতে বা ফুলের গাছে পানি দিলে ইলেক্ট্রিক সার্কিট ব্রেকার গুলি পানির নীচে পড়ে যায়। ফলে মাঝে মধ্যেই ওগুলো সর্টসার্কিট হয়ে স্পার্ক করে বলে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান।

চিত্রঃ ১০) স্ট্রিট লাইটের ঝুঁকিপূর্ণ সার্কিট ব্রেকার অংশ।

১৪.২.৬ অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

মূল পরিকল্পনায় প্রেয়ার রুম, হোস্টেলের জন্য কমনরুম এবং রিসেপশন রুম রাখা হয়নি। একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ গুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পিসিআর এ অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য পূরণ করা হয়নি। প্রকল্প অফিস হতে জানা যায়, এক্সটারনাল অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি।

১৫.০ সমস্যা ঃ

১৫.১ সকল ভবনে যথাযথ তদারকির অভাবে সমুদয় এসি স্থাপনের অব্যবস্থাপনার জন্য ভবনের সৌন্দর্যহানিসহ সিভিল কাজের ত্রুটি দৃশ্যমান হয়েছে। এটি নিরাপত্তার দিক থেকেও ঝুঁকিপূর্ণ।

১৫.২ প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুম এবং অফিস ব্লকের কক্ষগুলিতে দৃশ্যমান ফাটল সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র-৫ ও ৯)।

১৫.৩ ভবনসমূহের বারান্দার পানি নিস্কাশন পাইপ অপ্রতুল ও নিম্নমানের হওয়ায় তা দিয়ে পানি নিস্কাশন ঠিকমত হচ্ছে না।

১৫.৪ কর্মকর্তা ও স্টাফ কোয়ার্টারের বাথরুম ফিটিংস নিম্নমানের হয়েছে। এ ভবনের কিছু দরজা ও দরজায় লাগানো রিম লক ঠিকমত কাজ করে না। বারান্দার এসএস পাইপে মরিচা পড়ে তার গুণগতমানসহ সৌন্দর্যহানীর কারণ হয়েছে। জলছাদ নির্মাণ সমতল হয়নি বিধায় বৃষ্টির পানি নির্গমনে বাধা হচ্ছে। পোর্চের পিলারের ফিনিশিং এর কাজ অবশিষ্ট রাখা হয়েছে এবং পোর্চের উপরের পানি নিস্কাষন পাইপ প্রবেশ পথের দিকে স্থাপন করায় বৃষ্টির সময় ভবনে প্রবেশে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। বারান্দা সংলগ্ন দরজার নিচে বিট না থাকায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে।

১৫.৫ মাল্টিপারপাস হলের পোর্চের সিলিং, স্টেজের উপর ও পাশের দেওয়ালের প্লাস্টারে স্যাওলা জমে নষ্ট হচ্ছে। ফলস সিলিং এর ফিটিংস ভাল হয়নি, কোথাও কোথাও খুলে গেছে। কয়েকটি ইলেক্ট্রিক লাইট সেড নষ্ট হয়েছে।

১৫.৬ প্রধান ফটক থেকে ভবন পর্যন্ত রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলি আইল্যান্ডের মাঝে স্থাপন করায় তার গোড়ায় স্থাপিত সার্কিট ব্রেকার এ পানি জমে তা থেকে সর্ট সার্কিটের ফলে বিস্ফোরণের মত ঘটনা ঘটছে।

১৫.৭ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার এক বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হলেও অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়াটা সমীচিন নয়।

১৬.০। <u>সপারিশ</u> ঃ

১৬.১ সমুদয় এসি স্থাপনের অব্যবস্থাপনাজনিত ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করে ভবনসমূহের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে হবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.২ প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুম এবং অফিস ব্লকের কক্ষগুলিতে দৃশ্যমান ফাটল দ্রুত মেরামত করতে হবে।

১৬.৩ ভবনসমূহের বারান্দার পানি নিস্কাশনের জন্য পিভিসি পাইপ পরিবর্তন করে জিআই পাইপ স্থাপন করতে হবে।

১৬.৪ কর্মকর্তা ও স্টাফ কোয়ার্টারের বাথরুমের সমস্যাগ্রস্থ ফিটিংসসমূহ পরিবর্তন করে ভাল মানের ফিটিংস স্থাপন করা প্রয়োজন। যে সব দরজা ঠিকমত লাগানো যায় না তা মেরামত বা পরিবর্তন এবং উন্নতমানের রিম লক লাগাতে হবে। বারান্দার মরিচা পড়া এসএস পাইপ পরিবর্তন করা যেতে পারে। ছাদে জমে থাকা পানি নিস্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা দরকার। পোর্চের পিলারের ফিনিশিং এর অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং পোর্চের উপরের পানি নিস্কাশন পাইপ সামনে থেকে সরিয়ে দু'পার্শ্বে লাগাতে হবে। বারান্দাসংলগ্ন দরজার নিচে বিট দিয়ে পানি প্রবেশ বন্ধ করা যেতে পারে।

১৬.৫ মাল্টিপারপাস হলের পোর্চের উপরের জমে থাকা পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্থ দেওয়াল ও সিলিং দ্রুত সংস্কার করতে হবে। ফলস সিলিং ও ইলেক্ট্রিক ত্রুটিসমূহ দ্রুত মেরামত করতে হবে।

১৬.৬ সর্ট সার্কিটের ফলে বিস্ফোরণের ঘটনা এড়াতে প্রধান ফটক থেকে অফিসার্স কোয়ার্টার পর্যন্ত রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট গুলোতে পানি প্রতিরোধে ব্যারিকেড নির্মাণ করা যায়।

১৬.৭ প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে তদারকি করতে পারে।

"ICT Development in the ministry of Public Administration" প্রকল্পের

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৩ খ্রিঃ)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ ICT Development in the ministry of Public Administration

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র (পিএসিসি),জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ ঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র (পিএসিসি),ঢাকা।

৫.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্র.সাহায্য	১ম সংশোধিত মোট টাকা প্র.সাহায্য	 মোট টাকা প্র.সাহায্য	মূল	১ম সংশোধিত			
১১৫১.০০ ২৪১.০০ ৯১০.০০	১১৫০.৪৬ ২৪০.৪৬ ৯১০.০০	১০৬২.৩০৫ ১৫২.৩৬৫ ৯০৯.৯৪	মে,২০১১ হতে জুন, ২০১২	মে,২০১১ হতে জুন, ২০১৩	মে,২০১১ হতে জুন, ২০১৩	-	১ বছর (৮৬%)

৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৬.১ পটভূমি ঃ

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এলোকেশন অব বিজনেস ৫৪টি। আইসিটি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাজের দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা প্রভৃতির অধিকতর উন্নয়ন আনা প্রয়োজন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস-কে শক্তিশালী করার জন্য ১৯৮৪ সালে পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন কম্পিউটার সেন্টার (পিএসিসি) গঠন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষে উন্নত ও আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তি দ্বারা পিএসিসি-কে আধুনিক করা অপরিহার্য হয়ে পড়ায় KOICA অনুদান সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্য ঃ

১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন কম্পিউটার সেন্টার(পিএসিসি) তে কর্মরত জনবলকে উন্নততর আইটি ডিজাইন, আইটি উন্নয়ন এবং আইটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুদক্ষ করে গড়ে তোলা সহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএফএমএস), পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) ইত্যাদি প্রবর্তন;

২। বিসিএস (প্রশাসন ; ব্যবস্থাপনার উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান ডাটাবেইজ অপারেশন এবং ,ক্যাডারের কর্মকর্তাদের আইটি শিক্ষা (এবং

৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা ।

৭.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ

"ICT Development in the ministry of Public Administration" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি জিওবি ও কইকার অনুদানে ১১৫১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে, ২০১১ থেকে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কিছু অংগের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধিসহ বাস্তবায়ন মেয়াদ একবছর অর্থাৎ মে, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ করা হয়।

৮.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুর	শেষ
1.	Md.Musleh Uddin Senior System Analyst	01-05-2011	26-09-2012
2.	Abu Syeed Chowdhury Joint Secretary	27-09-2012	30-06-2013

৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ

প্রশিক্ষণ প্রদানসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএফএমএস), পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) ইত্যাদি প্রবর্তন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপনা ইত্যাদি।

১০.০ অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল ঃ

(Tk. in lakh)

Items of (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	***Financial***	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
CD-VAT, Tax etc		80.00	(100%)	21.41	(26.76%)	(+) 58.59
Training in Bangladesh		118.98	(100%)	118.3813	(99.50%)	(+) .05987
Invitation training In Korea		72.80	(100%)	72.80	(100%)	-
Workshop/Seminar		7.5	(100%)	0.00	0.00	(+) 7.5
Dispatch of Expert		95.90	(100%)	95.90	(100%)	-
Project Management		58.10	(100%)	58.10	(100%)	-
Remuneration for Committee		1.68	(100%)	0.46	(27.38%)	(+) 1.22
Equipment		344.40	(100%)	344.40	(100%)	-
System Development		338.80	(100%)	338.80	(100%)	-
Contigency		32.84	(100%)	12.1137	(36.89%)	(+)20.72
Total		1151.00		1062.305*		

** কইকা অংশের ৯১০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে মুদ্রা বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে কইকা কর্তৃক প্রকৃত ব্যয় ০.০৬ লক্ষ টাকা কম হয়েছে। অন্যদিকে জিওবি অংশের প্রাক্কলিত ২৪১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ০.৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ কম দেওয়া হয়। বরাদ্দকৃত ২৪০.৪৬ এর মধ্যে ১৫২.৩৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। অব্যয়িত (১১৫০.৪৬-১০৬২.৩৬৫) = ৮৮.০৯৫ লক্ষ টাকা বিধি অনুসারে সমর্পন করা হয়েছে।*

১১.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণ ঃ

পিসিআর এর তথ্য এবং প্রকল্প অফিস থেকে জানা গেছে, সেমিনার/ওয়ার্কশপ শীর্ষক একটি খাত ব্যতিত অন্যান্য সমুদয় কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন ঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন কম্পিউটার সেন্টার এ কর্মরত জনবলকে উন্নততর আইটি ডিজাইন, আইটি উন্নয়ন এবং আইটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুদক্ষ করে গড়ে তোলা সহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি প্রবর্তন; ২। বিসিএস(প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের আইটি শিক্ষা, ডাটাবেইজ অপারেশন এবং ব্যবস্থাপনার উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান ; এবং ৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম,পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে একটি আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ

প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

১৪.১ এ বিভাগের উপ-পরিচালক কর্তৃক বিগত ১০.০৭.২০১৪ তারিখে প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শন বিবরণ দেয়া হল।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান দুটি কক্ষকে যথাক্রমে ডাটা সেন্টার/ সার্ভার রুম ও কম্পিউটার ল্যাব হিসাবে উন্নীত করা হয়েছে। ডাটা সেন্টার/ সার্ভার রুমটি নিচতলায় এবং কম্পিউটার ল্যাবটি দোতলায় অবস্থিত। রুম দুটির ফ্লোর সাধারণ ফ্লোর অপেক্ষা প্রায় এক ফুট উচু করে তৈরী করা হয়েছে। জানা যায় কক্ষ দুটির ফ্লোরের নিচে ক্যাবল সংযোগের জন্য এরকম উচু করার প্রয়োজন হয়েছে। সার্ভার রুমে দুই ঘন্টার ব্যাটারী ব্যাকআপসহ ৩০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইউপিএস,৩টি এসি, ৫টি সার্ভার ডিভাইস, ফায়ারওয়াল ডিভাইস,২টি ডিহিউমিডিফাইয়ারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইক্যুপমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ২৪টি কম্পিউটারও স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাবে এক সংগে ২৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। পূর্বে এখানে ১০ জনের প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল। ৬টি ল্যাপটপসহ সকল ইক্যুপমেন্ট ভাল অবস্থায় রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসন অফিসের আওতায় কর্মরত ৮২৮ জন প্রশাসন ক্যাডারের অফিসারদের জন্য একদিন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল ক্যাডারের কর্মরত ১১৯৮ জন কর্মকর্তাদের জন্য ৫ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জানা যায়, ই-ফাইল ব্যবস্থা চালু থাকলেও তা কাঙ্খিত পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছেনা । তবে সকল ডিসি ও বিভাগীয় অফিস এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কর্মকর্তারা ই-মেইল একাউন্টের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য আদান প্রদান করছেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার, সিস্টেম এনালিষ্ট, সহকারী সিস্টেম এনালিষ্ট পর্যায়ের ১১ জন কর্মকর্তা ‘ইনভাইটেশন ট্রেনিং ইন কোরিয়া’ শীর্ষক কম্পোনেন্টের আওতায় তিনটি ব্যাচে যথাক্রমে ২ সপ্তাহ ও ৪ সপ্তাহ ব্যাপি ম্যানেজারিয়াল, সিস্টেম ইউজার ও সিস্টেম অপারেশন লেভেলের প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য কোরিয়া সফর করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মোঃ হাফিজুর রহমানের সাথে কথা হয়। তিনি বলেন, ‘প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান দিয়ে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর আমরা ডাটা সেন্টারটি পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছি।‘ এছড়া বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে ১৩ জন কোরীয় নাগরিক প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সফর করেছেন। তারা ডাটা সেন্টারটি স্থাপনে সহযোগীতা করেছেন।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের কইকা অংশের জন্য নির্ধারিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ছিল স্যামসাং এসডিএস কোম্পানী। এ কোম্পানীর পক্ষে স্থানীয় বিএনএফ ইন্টারন্যাশনাল,ঢাকা নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে। সিংহভাগ ইক্যুপমেন্ট এবং ফার্নিচার কোরিয়া থেকে সরাসরি সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কইকা অংশের সমুদয় খরচ তারা নিজেরা সম্পাদন করেছে বলে জানা যায়।

কইকার সাথে চুক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়েছে। এ পর্যায়ে স্থাপিত সিস্টেমের সমস্যা দেখা দিলে কিভাবে তার সমাধান হবে তা স্পষ্ট নয়। উপস্থিত সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট জানান প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে তারা নিজেরা ছোটখাট সমস্যার সমাধান করে থাকেন। প্রোগ্রামের সোর্স কোড না থাকায় মন্ত্রণালয়ের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী সফটওয়্যার কাস্টমারাইজ করতে পারছেন না। প্রকল্প পরিচালক জানান, এ সফটওয়্যারের আরো ব্যবহার কল্পে মাঠ পর্যায়ে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং ফলোআপ প্রোগ্রাম নেয়া প্রয়োজন ।

১৫.০ সমস্যা ঃ

১৫.১ ই-ফাইল ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যবহার না হওয়ায় এ প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না।

১৫.২ মাঠ পর্যায়ে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং না হওয়ায় স্থাপিত সফটওয়্যারের ব্যবহারও সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না।

১৫.৩ কইকার সাথে চুক্তি পর্যায়ে অস্পষ্টতা থাকায় প্রোগ্রামের সোর্স কোড ব্যবহার করতে না পারায় মন্ত্রণালয়ের বর্তমান চাহিদা পূরণে সফটওয়্যার কাষ্টমাইজ করা সমস্যা হচ্ছে।

১৬.০। <u>সপারিশ</u> ঃ

১৬.১ ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনারের অফিসের সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ই-ফাইল ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করা যেতে পারে।

১৬.২ মাঠ পর্যায়ে আইসিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য ডিসি ও বিভাগীয় কমিশন অফিসের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা যেতে পারে।

১৬.৩ কইকার সাথে প্রোগ্রামের সোর্স কোড ব্যবহার করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।